



37877 - কবরী গুনাহ করলে কীরোয়া নষ্ট হয়ে যাবে

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলা কিসে ব্যক্তির রোয়া কবুল করবেন; যে ব্যক্তির ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটে রয়েছে। সুদ বি্যাংকে তার শয়োরের লেনদেনে রয়েছে, তাকে সুদ কারবারি ধরা হয়; নাকি তার রোয়া কবুল করবেন না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদে যে সমস্ত বকরো আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৮]

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের প্রতি আহ্বান যেন তারা সুদ ত্যাগ করে, সুদ থেকে দূরে থাকে। কেননা আল্লাহ সুদকে হারাম করছেন, “ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করছেন; আর সুদকে হারাম করছেন” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

সুদ ভক্ষণ মুসলমানদের লাঞ্ছতি ও অপমানিত হওয়ার অন্যতম কারণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, যদি তোমরা আইনা ব্যবসা কর, কৃষিকাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, গরুর লজে ধরে থাক এবং আল্লাহর রাস্তায় জহিদ করা ছেড়ে দাও; তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন জলিলতী চাপিয়ে দিবেন, যে জলিলতী থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করবেন না; যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে ফরজে আস।” [সুনানে আবু দাউদ (৩৪৬২); আলবানি ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (১১) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

সুদ বি্যাংকের শয়োর এর ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দেখুন [8590](#) ও [112445](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তবে যে ব্যক্তি কোন কবরী গুনাহে লিপ্ত হয়েছে- যমেন সুদ বি্যাংকের শয়োর কনো- এমন ব্যক্তিরোয়া রাখলে তার শরয়ী দায় খালাস হবে; তবে এতে কমতি থাকবে। হতে পারে সে ব্যক্তিরোয়া রাখার সওয়াব পাবে না। আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি একটু ভবে দেখুন তো, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোয়া ফরয করা হয়েছে, যরুপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়াবানহতে পার।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩] এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোয়া ফরজ করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে দিয়েছেন, সটো হচ্ছে- আল্লাহর নরিদশে পালন ও নষিধেগুলো বর্জনরে মাধ্যমে



আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অর্জন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা ও মিথ্যা কর্ম ত্যাগ করল না; তার পানাহার ত্যাগ করা তে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই।” [সহিহ বুখারি (১৯০৩)] অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা পানাহার থেকে উপবাস করব; বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমরা আল্লাহকে ভয় করব। যহেতে আল্লাহ বলছেন, “যনে তোমরা তাকওয়াবানহতে পার”। [দখুন ‘আল-শারহুল মুমতী (৬/৪৩৫)]

হাফযে ইবনে হাজার বলেন, হাদিসের বাণী: “قول الزور والعمل به” এর মধ্যে قول দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মিথ্যা কথা; আর العمل به বা মিথ্যাকর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মিথ্যার দাবীর অনুযায়ী কাজ করা।

ইবনুল আরাবী বলেন, এ হাদিসের দাবী হচ্ছে- হাদিসে যে পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যক্তি এ পাপ করবে সে রোযার সওয়াব পাবে না। অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লাতে রোযার সওয়াব মিথ্যা ও মিথ্যাকর্মে গুনাহর চয়ে হালকা।

বায়যাবী (রহঃ) বলেন, নরিটে ক্‌মুখার্ত বা পিপিসার্ত থাকা রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য নয়; বরং রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- রোযা রাখার মাধ্যমে যতীন চাহদিককে প্রশমতি করা, নফসে আম্মারাকে নফসে মুতমাইন্বাহর অনুগত করা। যদি এটি হাছলি না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা রোযার প্রতি কবুলেরে দৃষ্টতিে তাকাবনে না।

এ হাদিসটি দিয়ে দললি দয়ো হয়ে থাকে যে, এ পাপগুলো রোযাককে অসম্পূর্ণ রাখবে। [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]